আসছে নির্বাচন। শুরু হয়ে গেছে প্রস্তুতি। সরগরম এখন ভোলার রাজনীতি। পুরনো নেতৃত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জনসংযোগ করছে নতুন নেতৃত্ব। চলছে লবিং গ্রুপিং। মাঠে নেমে পড়েছে দলীয় নেতাকর্মীরা। কে হবেন আগামী নির্বাচনে প্রার্থী? কে জিতবেন শেষ পর্যন্ত? ভোটদৌড়ে কে এগিয়ে? আগামী নির্বাচনে বিভিন্ন সম্ভাবনা এবং ভোলার রাজনীতির বর্তমান অবস্থা নিয়ে রিপোর্ট করেছেন মহিউদ্দিন নিলয়

†fvjvi wbevPbx ivRbxwZ

AvIqvgx jxM †bZv GKRbB M“wcs-jwes Pvi`jxq †RvU

মেঘনা, তেঁতুলিয়া ও ইলিশা নদীর কোলজুড়ে ভোলার অবস্থান । অবস্থানগত কারণে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপ জেলাটি। বিচ্ছিন্ন ভোলা বারবার জাতীয় পর্যায়ে আলোচনায় উঠে আসে। এর প্রধান কারণ রাজনীতি। এখানকার রাজনীতিতে জড়িয়ে আছেন দেশের প্রথম সারির দলগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নেতা। প্রতি সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। টাকা, অস্ত্র, সন্ত্রাস, রক্তপাত ও হত্যার মধ্য দিয়ে বদলে যায় রাজনৈতিক সমীকরণ।

আগের নির্বচনগুলোর মতো গত সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোলায় ব্যপক সন্ত্রাস হয়। গত সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বদলে যায় ভোলার রাজনৈতিক পরিবেশ। বদলে যায় রাজনৈতিক সংস্কৃতিও। অস্ত্র এবং টাকা রাজনীতির অন্যতম উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। মাঠ দখলের রাজনীতিতে মরিয়া হয়ে ওঠে সবাই। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ভোলায় একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে বিএনপি। জোটের সুযোগ নিয়ে জামায়াত ও বিজেপি এগিয়ে আসে মাঠ গোছানোর কাজে। আওয়ামী নেতা-কর্মীরা অনেকেই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। মামলা ও হয়রানির শিকার হয় অনেক আওয়ামী নেতা-কর্মী। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চলে নির্যাতন। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায় ভোলা।

এরই মাঝে আবার শুরু হয়ে যায় বিএনপির গ্রুপিং। ভোলার রাজনীতিতে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় বিএনপি। এক অংশের নেতৃত্ব দেন মোশারেফ হোসেন শাজাহান এবং অন্যটির হাফিজ ইব্রাহীম। এই গ্রুপিংয়ের কথা তারা অস্বীকার করলেও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এ নিয়ে রয়েছেন দ্বিধাবিভক্তির মধ্যে। এই দ্বিধাবিভক্তি আরো বেড়ে গেছে একই আসনে একাধিক নেতার জনসংযোগ করার কারণে। চারদলীয় জোটের শরিক বিজেপির চেয়ারম্যান নাজিউর রহমান মঞ্জুর রয়েছে ভোলায় শক্ত অবস্থান। তাই মনোনয়ন নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে আগামী নির্বাচনে। নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই জনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন জোটের নেতারা। পাশাপাশি চলছে লবিং-গ্রুপিং।

অন্যদিকে, মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি দিয়ে চলছে আওয়ামী লীগের রাজনীতি। সরকারদলীয় নেতা-কর্মীদের নির্যাতন ও হুমকির ভয়ে কার্যক্রম অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েছিলো। তবে, আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নেতা-কর্মীরা এলাকায় ফিরতে শুরু করেছেন। কমিটি গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। বিভিন্ন বাধা উপেক্ষা করেই জনসংযোগ করবার জন্যে ভোলা যাচ্ছেন জেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতির একমাত্র কর্ণধার তোফায়েল আহমেদ।

ভোলার ৭টি থানাকে নিয়ে ৪টি সংসদীয় এলাকা। '৯১-এর নির্বাচনে ৩টি আসনে আওয়ামী লীগ ও ১টি আসনে বিএনপি জয়লাভ করে। '৯৬-এর নির্বাচনে আসন ভাগাভাগি হয় অর্ধেক-অর্ধেক। ২০০১-এর

তোফায়েল আহমেদ

নাজিউর রহমান মঞ্জু

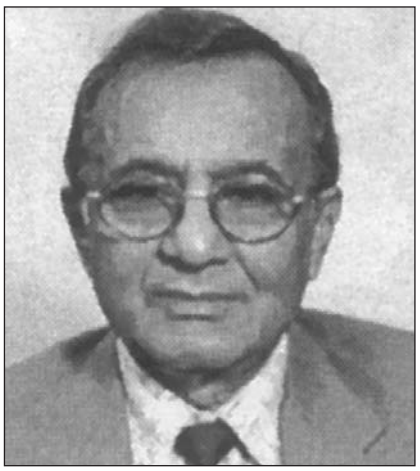

মোশারেফ হোসেন শাজাহান

নির্বাচনে ৪টি আসন চলে যায় বিএনপির তথা জোটের দখলে। এই ফলাফলে বড় ভূমিকা রাখে বিজেপির নাজিউর রহমান মঞ্জু। আগামী নির্বাচনে ৪টি আসন ধরে রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছে চারদলীয় ঐক্যজোট। এরই মাঝে ভোলা ঘুরে এসেছেন বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান। অন্যদিকে হারানো আসন ফিরে পাবার লড়াই এবং ৪টি আসনে আওয়ামী লীগকে জয়ী করার জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তোফায়েল আহমেদ।

ভোলা-১ (ভোলা সদর)

সদর থানা নিয়ে এ আসনটি। গত সংসদ নির্বাচনে এ আসনে দ্বিমুখী লড়াই জমে উঠলেও এবার ত্রিমুখী লড়াই হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। '৯১ এবং '৯৬-এর নির্বাচনে এ আসন থেকে জয়লাভ করেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী তোফায়েল আহমেদ। দু'বারই তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বিএনপি প্রার্থী মোশারেফ হোসেন শাজাহান। '৯৬-এর নির্বাচনে উভয়ের প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান ছিল খুবই কম। তোফায়েল আহমেদ ৫০,০৯৯ ভোট পেলেও বিএনপি প্রার্থী পেয়েছিলেন ৪৭,৭৫৯ ভোট। আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর তোফায়েল আহমেদ এ আসনটি ছেড়ে দিলেও সে সময়ে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। আওয়ামী লীগ প্রার্থী ওবায়দুল হক বাবুল মোল্লার হত্যার ঘটনার মধ্য দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় উপনির্বাচন। সে হত্যা রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয়নি। ২০০১-এর নির্বাচনে এই আসনের নির্বাচনী ছক বদলে দেয় চারদলীয় ঐক্যজোট। মোশারেফ হোসেন শাজাহান ৯৫,৯০৪ ভোট পেয়ে জয়ী হন। অন্যদিকে, তোফায়েল আহমেদ পান ৫৮,০১০ ভোট। এই বড় রকমের ব্যবধানে বড় ভূমিকা রাখেন নাজিউর রহমান মঞ্জু। সেই সঙ্গে জামায়াতের ভোটও যোগ হয়। যদিও এ এলাকায় কখনোই জামায়াতের তেমন শক্ত অবস্থান ছিল না। '৯১-এ জামায়াত যে ভোট পেয়েছিলো তা কমে এসেছে '৯৬-এর নির্বাচনে, বিএনপি প্রার্থীর জয়ের পেছনে চারদলীয় জোট বিশেষ করে বিজেপির সমর্থন মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের শোচনীয় হারের কারণ হিসেবে সবাই দায়ী করছেন তোফায়েল আহমেদের স্বজনপ্রীতি ও কর্মী বিমুখতাকে। ভোলায় প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করলেও তার আত্মীয়স্বজনের প্রতাপ ও ক্ষমতার অপব্যবহার ভোট-দৌড়ে পিছিয়ে দেয় তাকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার রয়েছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা।

আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সবাই মাঠে নেমে পড়েছেন। চারদলীয় জোটের পক্ষ থেকে এ এলাকায় জনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনজন প্রার্থী : একজন বর্তমান সাংসদ ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশারেফ হোসেন শাজাহান, একজন বিজেপির চেয়ারম্যান নাজিউর রহমান মঞ্জু এবং অন্যজন ছাত্রদলের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি শাহাবুদ্দিন লাল্টু। ভোলায় মোশারেফ হোসেন শাহজাহানের রয়েছে পারিবারিক ঐতিহ্য এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিএনপির রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক অবদান। অন্যদিকে তারুণ্যের ওপর নির্ভর করে কাজ করে যাচ্ছেন শাহাবুদ্দিন লাল্টু। মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে দু'জনই লবিং করে যাচ্ছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দু'জনের কোন্দল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ছাত্রদলের সভাপতি থাকাকালীন ভোলায় শাহাবুদ্দিন লাল্টুর জন্য আয়োজন করা হয় ব্যাপক সংবর্ধনা। অনেক সিনিয়র মন্ত্রীর আগমনের কথা থাকলেও ঐ সমাবেশ পণ্ড করে দেন মোশারেফ হোসেন শাজাহান। পরবর্তীকালে পৌরসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবার বিরোধ দেখা দেয়। পরে অবশ্য শাহাবুদ্দিন লাল্টু সমর্থিত প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন মোশারেফ হোসেন শাহজাহানের ভাই গোলাম নবী আলমগীর। এসব কোন্দল স্পষ্ট হয়ে পড়লেও তা অস্বীকার করেন শাহাবুদ্দিন লাল্টু। তিনি বলেন, 'শাজাহান ভাই সবদিক থেকে আমার বড় ভাই। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। তার সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই।' তিনি আরো বলেন, 'তিনি তো অনেক দিন ছিলেন। এখন আমাকে সুযোগ দেয়া উচিত। মানুষ তরুণ নেতৃত্ব প্রত্যাশা করে।' নিয়মিত জনসংযোগের মধ্য দিয়ে এলাকায় ইতিমধ্যেই জোয়ার তুলেছেন তিনি। সাধারণ মানুষের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে নির্বাচন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। এই দুই প্রার্থী যখন বিএনপি থেকে মনোনয়ন পাওয়া নিয়ে ব্যস্ত তখন জোট

'মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি শুধু ভোলায় নয় সারা দেশেই এ রকম আছে'

তোফায়েল আহমেদ

প্রেসিডিয়াম সদস্য, আওয়ামী লীগ

সাপ্তাহিক ২০০০ : গতবার তো আপনি ভোলার ৩টি আসনে নির্বাচন করেছেন। আগামী নির্বাচনেও কি তাই করবেন?

তোফায়েল আহমেদ : এটা নির্ভর করে জনগণের ওপর। গতবার তারা চেয়েছিলো তাই ৩টিতে করেছি। জনগণের চাওয়া এবং দলের প্রয়োজন অনুসারেই আগামীবার নির্বাচন করবো।

২০০০ : আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্যদের এক আলোচনায় তো প্রস্তাব উঠেছিল আগামী নির্বাচনে একজন একাধিক আসনে নির্বাচন করতে পারবে না।

তোফায়েল : প্রস্তাব উঠেছে কিন্তু কার্যকর হয়নি। জনগণের সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে মনোনয়ন নির্ধারিত হবে।

২০০০ : ভোলার ৭টি থানায় আওয়ামী লীগের সবগুলো কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

তোফায়েল : এটা শুধু ভোলায় নয়, সারা দেশেই এ রকম অবস্থা। আমরা যখনই কমিটি করার উদ্যোগ নিই, তখনই সম্ভাব্য স্থানীয় নেতাদের ওপর নির্যাতন- নিপীড়ন চালায় বিএনপির সন্ত্রাসীরা। তারপরও চরফ্যাশন থানা কমিটি হয়ে গেছে। কয়েকটি থানায় আহ্বায়ক কমিটি করা হয়েছে। শিগ্‌গিরই সব কমিটি ঘোষণা করা হবে।

২০০০ : নির্যাতন- নিপীড়নের ব্যাপারটি কি কমিটি ঘোষণার প্রস্তুতির সময় শুরু হয়?

তোফায়েল : এটা তো শুরু হয়েছে গত নির্বাচনের পর থেকেই। নির্বাচন শেষ হওয়ার পরদিন থেকেই আমার নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা অব্যাহত রয়েছে। ভোলায় আওয়ামী লীগের এমন কোনো নেতা-কর্মী নেই যার ওপর একাধিক মামলা চাপিয়ে দেয়া হয়নি। এতো কিছুর পরও আমার কর্মীরা মাঠপর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে।

২০০০ : আগামী নির্বাচনে কি আওয়ামী লীগ তার হারানো আসনগুলো ফেরত আনতে পারবে।

তোফায়েল : শুধু হারানো আসন নয়, ভোলার ৪টি আসনেই আগামীবার আওয়ামী লীগ বিজয়ী হবে। জোট সরকারের সন্ত্রাস, হত্যা, নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণ তাদের রায় দেবে।

থেকে নির্বাচন করার জন্য জনসংযোগ করছেন নাজিউর রহমান মঞ্জুর। গত নির্বাচনে মামলা সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার কারণে নির্বাচন করতে পারেননি তিনি। এবার তাই উঠে পড়ে লেগেছেন। জোট থেকে মনোনয়ন না পেলে নিজ দল থেকে নির্বাচন করার সম্ভাবনা রয়েছে তার। আগামী নির্বাচনে কে হচ্ছেন জোটের প্রার্থী তা নিয়ে সংশয় কাটেনি সাধারণ মানুষের।

জোটে সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, লবিং-গ্রুপিং বিরাজ করলেও আওয়ামী লীগের প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ, এ আসনে আওয়ামী লীগের একমাত্র প্রার্থী তোফায়েল আহমেদ। কোনো দিক দিয়েই তার ধারে কাছে কোনো প্রার্থী নেই। ভোলায় প্রচলিত আছে 'আওয়ামী লীগের রাজনীতি মানেই তোফায়েল আর তোফায়েল মানেই আওয়ামী লীগ'। দীর্ঘদিন ধরে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন ভোলার আওয়ামী লীগ। এ ব্যাপারে যুবলীগ নেতা এনামুল হক আরজু বলেন, 'তোফায়েল আহমেদ ভোলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। ৪ আসনে নির্বাচন করার মতো যোগ্যতা আছে তার। তিনি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়।' তবে জোট থেকে বিজেপি বেরিয়ে এলে নাজিউর রহমানকে এ আসন ছেড়ে দিতে পারেন বলে এলাকায় গুজব রটেছে। এর কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। আওয়ামী লীগ-বিএনপি দ্বিমুখী লড়াই হলে এবারও জমে উঠবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তবে তৃতীয় প্রার্থী যদি হয় বিজেপি তাহলে এ আসনে আওয়ামী লীগ খুব সহজেই জয়ী হবে বলে মনে করেন সবাই। আর দ্বিমুখী লড়াইয়ে যে দলে থাকবে বিজেপি, তারা কিছুটা এগিয়ে থাকবে ভোট-দৌড়ে।

ভোলা-২ (বোরহানউদ্দিন-দৌলতখান)

পাশাপাশি দুটি থানা নিয়ে এই সংসদীয় আসনটি প্রতিবারই জমে ওঠে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। প্রচার-প্রচারণায় ব্যয় হয়ে যায় কোটি কোটি টাকা। আসনটি ধরে রাখার জন্য যখন যে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন তিনিই করেছেন এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ।

এরশাদ সরকারের আমলে নাজিউর রহমানই প্রথম এই এলাকাগুলোতে আধুনিকায়নের কাজ শুরু করেন। এরপর বিএনপি সরকারের আমলে তোফায়েল আহমেদের ছেড়ে দেয়া এই আসনটিতে উপনির্বাচন হলে জয়লাভ করেন মোশারেফ হোসেন শাজাহান। ভোলা সদরের এ নেতা এ আসনের উপনির্বাচনে সাংসদ হয়ে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। তার সময়ে এ এলাকায় তেমন কাজ হয়নি। মঞ্জু'র শুরু করে দেয়া উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হয় এ সময়ে। চলমান বিভিন্ন প্রজেক্ট বন্ধ করে দেয়া

মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমদ

আলহাজ হাফিজ ইব্রাহিম

হয়। এরপর '৯৬-এর নির্বাচনে আবার বিজয়ী হন তোফায়েল আহমেদ। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়ে শুরু করেন উন্নয়নের ধারা। যোগাযোগ ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে এ সময়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাস্তাও পাকা হয়ে যায়। বোরহানউদ্দিন এবং দৌলতখান দুটি থানাকেই পৌরসভায় উন্নীত করেন তিনি। ২০০১-এর নির্বাচনে চারদলীয় জোট প্রার্থী হাফিজ ইব্রাহিম বেশ বড় ব্যবধানে জয়লাভ করেন। জোট প্রার্থী ৮২,৯২৭ ভোট পেলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ পান ৫৪,৪৩৭ ভোট। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখেন হাফিজ ইব্রাহিম। পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা তার বড় রকমের সাফল্য।

২০০১-এর নির্বাচনে এ আসনে অস্ত্র এবং টাকা বড় রকমের ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সহিংসতায় মেতে উঠেছিলো জোট সমর্থকরা। একদিকে পুলিশি হয়রানি এবং অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীদের হামলার শিকার হয়ে এলাকা ছেড়ে দেন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা। তোফায়েল আহমেদের আত্মীয়স্বজনদের ওপর দফায় দফায় হামলা চলে। সংখ্যালঘুদের ওপরও চলে নির্যাতন-নিপীড়ন। আওয়ামী লীগ আমলে তাদের হয়ে কাজ করা ডাকাত দল সিরাজ মাঝিরা জোটের হয়ে নেতৃত্ব দেয় বিভিন্ন হামলার। কথিত আছে, তাদের হামলার ওপর ভিত্তি করে গম বরাদ্দ হয়। এ বছরের শুরুর দিকে বিএনপির দুই গ্রুপ সিরাজ মাঝি এবং হক গ্রুপের মধ্যে মারামারি হলে খুন হয় সিরাজ মাঝির ভাগ্নে। এ হক গ্রুপের হক এক সময় আওয়ামী লীগ করতো। এখন বিএনপি করে এবং এলাকার বিভিন্ন মানুষকে কোরআন ছুঁয়ে শপথের মাধ্যমে বিএনপিতে যোগদান করায়। এলাকার লোকজন তাকে 'হক মাওলানা' নামে অভিহিত করে। এসব বিষয় নিয়ে কথা হয় এ এলাকার বর্তমান সাংসদ হাফিজ ইব্রাহিমের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'অনেকে অনেক কথাই বলে কিন্তু কারো কাছে কোনো প্রমাণ নেই। আওয়ামী লীগ আমলে যারা নির্যাতিত হয়েছে তাদের কেউ কেউ তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে লাঠি ধরেছে।' ভোলার বিএনপির গ্রুপিংয়ের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, 'ভোলা-১ ও ২ একটি আরেকটির সহায়ক। শাজাহান ভাইয়ের সঙ্গে আমার কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আমরা একত্রে কাজ করি। দলকে যাতে শক্তিশালী করা যায়। নিজেরা দ্বন্দ্ব নিয়ে থাকলে তো প্রতিপক্ষ সুযোগ পেয়ে যাবে, এই এলাকার বাইরে আমার কোনো প্রতিনিধি নেই তবে শুভাকাঙ্ক্ষী আছে।' আগামী নির্বাচন নিয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পুলিশি হয়রানি এবং হামলার কথা তিনি অস্বীকার করে প্রমাণ দেয়ার কথা বলেছেন।

এ আসনে আগামী নির্বাচনে লড়াই হবে দ্বিমুখী। বিএনপি প্রার্থী হাফিজ ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদ। মাঠ গোছানোর কাজ চলছে দু'জনেরই। 'হাফিজসেনা' নামে এলাকায় ক্লাবঘর তুলে কাজ করছে বিএনপির কর্মীরা। এ আসনে জামায়াতের উল্লেখযোগ্য হারে ভোট নেই। '৯১-এর নির্বাচনে জামায়াত প্রার্থী পেয়েছিলেন ৬,৫৪৬ ভোট আর '৯৬তে পেয়েছেন ৪,৫৬২ ভোট। তবে ইদানীং ছাত্রশিবিরের মাধ্যমে কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে জামায়াত। জাতীয়তাবাদী কর্মীদের দ্বারা মাদ্রাসা পোড়ানোর ঘটনা এলাকায় আলোড়ন তুলেছে। পিছিয়ে দিয়েছে বর্তমান সাংসদকে।

তোফায়েল আহমেদ এলাকায় জনসংযোগ শুরু করে দিয়েছেন। নেতা-কর্মীরা ধীরে ধীরে এলাকামুখী হচ্ছেন। এখন পর্যন্ত বড় রকমের কোনো কার্যক্রম চোখে পড়েনি। আওয়ামী লীগের প্রার্থী কে হবেন তা নিয়ে কিছুটা সংশয় দেখা দিয়েছে। একজনকে একাধিক আসনে প্রার্থিতা দেয়া হবে না বলে

শেখ হাসিনার ঘোষণার পর এ সংশয় দেখা দেয়। বিকল্প কোনো প্রার্থীর নাম শোনা যায়নি এখন পর্যন্ত।

অন্য কোনো দলের তেমন কার্যক্রম নেই এ এলাকায়। তবে বিকল্প ধারা বাংলাদেশ-এর হয়ে সিদ্দিকুর রহমানের নির্বাচন করার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং দু'বারের সাংসদ। জিয়াউর রহমান ও এরশাদ সরকারের আমলে তিনি এই এলাকার সাংসদ ছিলেন। তিনি নির্বাচন করলে বিএনপির বেশ কিছু ভোট চলে যাবে তার দখলে।

তোফায়েল আহমেদ এবং হাফিজ ইব্রাহিমের দ্বিমুখী লড়াই হবে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ।

ভোলা-৩ (লালমোহন-তজুমুদ্দিন)

টানা ৬ বার এ আসনে জয়লাভ করে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমদ। এরশাদ সরকারের আমলে জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচন করে পরপর দু'বার বিজয়ী হন তিনি। '৯১-এর নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে তৃতীয়বারের মতো জয়লাভ করেন। এরপর যোগ দেন বিএনপিতে। বিএনপির হয়ে '৯৬ সালে দু'বার এবং ২০০১ সালে জোট প্রার্থী হয়ে ষষ্ঠবারের মতো নির্বাচিত হন তিনি। অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠা এই নেতাকে প্রতিরোধ করতে ২০০১-এর নির্বাচনে এ আসনে প্রথমবারের মতো প্রার্থী হন তোফায়েল আহমেদ। তুমুল লড়াইয়ের সম্ভাবনা তৈরি হলেও ফলাফলে দেখা যায় বিশাল ব্যবধান। চারদলীয় জোটের প্রার্থী হয়ে মেজর হাফিজ পান ৯৮,৬৫৬ ভোট আর তোফায়েল আহমেদ ৫২,৪৮৯ ভোট। এই বিশাল ব্যবধান এ আসনে মেজর হাফিজের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। দলীয় দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে এ আসনে ব্যক্তি হাফিজ নির্বাচনে ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। তার আগের সেই জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েছে এবার। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে লালমোহন থানার বদরপুর ইউনিয়নের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় নারকীয় তাণ্ডব চালায় জাতীয়তাবাদী সমর্থকরা। এলাকায় এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। এছাড়া ছাত্রদল সভাপতির দুর্ঘটনার পর চিকিৎসাজনিত অবহেলায় মৃত্যু মেজর হাফিজের সমর্থকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া জাগায়। সবকিছু মিলিয়ে আগের শক্ত অবস্থান অনেকটা নড়বড়ে হয়ে গেছে এবার। তবে, আওয়ামী লীগের নেতা সংকটের কারণে এবারও তোফায়েল আহমেদ এই আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী। প্রার্থী সংকটের কারণে '৯১-এর নির্বাচনে জামায়াত এ আসনে নির্বাচন করেনি। '৯৬-এর নির্বাচনে পেয়েছে ২,৭৪০ ভোট। জাতীয় পার্টি বা অন্য কোনো

নাজিম উদ্দিন আলম

দলের উল্লেখযোগ্য প্রার্থী নেই এ আসনে।

আগামী নির্বাচনও তাই জমে উঠবে তোফায়েল এবং মেজর হাফিজকে ঘিরে। গতবারের চেয়েও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে এবারের নির্বাচন।

ভোলা-৪ (চরফ্যাশন-মনপুরা)

সাগরের তীরঘেঁষা চরফ্যাশন থানা এবং চর মনপুরা নিয়ে ভোলা-৪। '৯১ সালে এ আসনে জয়লাভ করেন অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম। '৯৬ সালে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের প্রতিনিধি সর্বশেষ ডাকসুর এজিএস নাজিমউদ্দিন আলম জয়লাভ করেন এ আসনে। ২০০১-এর নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের মতো সাংসদ নির্বাচিত হন তিনি। '৯৬-এ জাফরুল্লাহ চৌধুরী এবং ২০০১-এ আল ইসলাম জ্যাকব আওয়ামী লীগের প্রার্থী হন। ২০০১-এর নির্বাচনে জোট প্রার্থী আলম পান ৯৬,০৭২ ভোট আর তার প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগ প্রার্থী জ্যাকব পান ৫১,৯৪৭ ভোট। এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তাদের হারানো এ আসনটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় নেমেছে। জ্যাকবের গ্রহণযোগ্যতা না থাকায় আওয়ামী নেতৃত্বে এবার পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেছে। এই পরিবর্তিত নেতৃত্বের প্রথম দিকে আছেন বিনিয়োগ বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোকাম্মেল হক। অন্যদিকে আসনটি ধরে রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন নাজিমউদ্দিন আলম। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘুরে এসেছেন এই এলাকা থেকে।

এদের বাইরে এ আসনে নির্বাচনী জনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন বিজেপি চেয়ারম্যান নাজিউর রহমান মঞ্জুর পুত্র ব্যারিস্টার আন্দ্রালিব রহমান পার্থ। নাজিমউদ্দিন আলমকে টপকিয়ে জোটের প্রার্থী হতে চাচ্ছেন তিনি। আবার শেখ পরিবারের আত্মীয় হওয়ায় আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচন করা নিয়ে এলাকায় রয়েছে গুঞ্জন। এ ব্যাপারে শেখ পরিবারের জামাতা আন্দ্রালিব রহমান পার্থকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচন করার কোনো সম্ভাবনা নেই। এসব গুঞ্জন কেন হচ্ছে তার কোনো কারণ আমার জানা নেই। আমরা জোটের সঙ্গে আছি। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি মনোনয়ন পাওয়ার। মনোনয়ন না পেলে আমাদের দল আছে। আমি বিজেপি থেকে নির্বাচন করবো।'

তিনি আরো বলেন, 'মানুষ এখন আর নির্দিষ্ট কোনো প্রতীক দেখে ভোট দেয় না। মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে। তারা প্রার্থীর যোগ্যতা নিয়ে চিন্তা করে। আমি তো মনে করি এ এলাকায় আমার গ্রহণযোগ্যতা অনেক। সাধারণ মানুষ আমাকে ভালোবেসে কাছে টেনেছে। আমি খুবই আশাবাদী।'

জমে উঠবে নির্বাচন। দ্বিমুখী হলে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। আর ত্রিমুখী লড়াই হলে এগিয়ে থাকবে আওয়ামী লীগ- পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা এমনই।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¡¢"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম

ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪